R. N. No. 2532/57 Phone No RGG. 112 Regd. No.—WB/MSD—4

বসন্ত মালতী
রূপ প্রসাধনে অপরিহার্য
সি, কে, সেন এ্যাণ্ড কোং
লিমিটেড
কলিকাতা ॥ নিউদিল্লী

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র
প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

গৃহ-সজ্জার পসরা নিয়ে
গোপালনগরের খড়খড়ি
ব্রীজের পাশে।
চৌধুরী ফার্ণিচার
★ সোফাসেট, আলমারী, 'কারলন' গদি, ষ্টিল ও অ্যালুমিনিয়ামের নানা ডিজাইনের ফার্ণিচার ★

৮০শ বর্ষ ১০ম সংখ্যা | রঘুনাথগঞ্জ ১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০০ সাল ২৮শে জুলাই, ১৯৯৩ সাল। | নগদ মূল্য ঃ ৫০ পয়সা বার্ষিক ২৫ টাকা

পুরসভার দু'পারের দুটি ট্যাঙ্ক শহরের শোভা বাড়ালেও জল পেতে অনেক দেরী

বিশেষ প্রতিনিধি ঃ জঙ্গিপুর পৌর প্রশাসন শহরের দু'পারে পানীয় জল সরবরাহের পরিকল্পনা নিয়ে গত ১৯৮২তে এল আই সি আই এর কাছ থেকে ২৫ লক্ষ ২০ হাজার টাকা ঋণ নেন। সেই ঋণের টাকায় দু'পারে শহরে জায়গা অধিগ্রহণ করে দুটি জল ট্যাঙ্কও নির্মিত হয়। বহরমপুর পাবলিক হেলথ ইঞ্জিনীয়ারিং বিভাগ এই কাজের ভার নিয়ে রাস্তা খোঁড়াখুঁড়ি করে পাইপ বসাতে শুরু করেন। কিন্তু যেমন চটজলদি শুরু, তেমনি হুট করে বন্ধ। পুরবাসীরা এখনও জল পাননি, কবে পাচ্ছেন তার কোন আশাও দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু এল আই সিকে জনসাধারণের পয়সা থেকে পুরসভাকে (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বন্ধ ব্যর্থ করতে গিয়ে দুই ব্যারেজ কর্মী আহত

আমাদের ফরাক্কার সংবাদদাতা জানাচ্ছেন গত ২৩ জুলাই বন্ধ এর দিন ৩৪নং জাতীয় সড়কে কিছু লোক সকাল ৬টায় যানবাহন চলাচলে বাধা দেয়। ফলে ১৫টি নাইট সার্ভিস বাস নিউ ফরাক্কায় আটকিয়ে যায়। এদের তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের মেন গেটের সেতুর রাস্তায় আটকে দেওয়া হয়। বেশীর ভাগই ঠিকাদার বা কর্মী প্ল্যান্টের কাজে যোগ দিতে পারেননি বলে খবর। ফরাক্কায় স্কুল, বাজার প্রভৃতি সম্পূর্ণ বন্ধ থাকে। ব্যারেজের কয়েকজন সি পি এম সমর্থিত কর্মী কাজে যোগ দিলে কংগ্রেস সমর্থকরা তাদের জোবরদস্তি বের করতে গেলে সংঘর্ষ বাধে। দুই কর্মী প্রশান্ত চক্রবর্তী ও দেবব্রত ঘোষ এই সংঘর্ষে আহত হন। তাঁদের ব্যারেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। এর প্রতিবাদে প্রায় দুশো সি পি এম সমর্থক মিছিল করে ব্যারেজ পরিক্রমা করেন ও থানার সামনে ও মোড়ে মোড়ে পথসভা করেন। অন্যান্য বন্ধের মত রঘুনাথগঞ্জ শহরে সকাল থেকেই দোকানপাট বন্ধ ছিল, বাজার বসেনি, বাস চলেনি। শহর ঘুরে আমাদের প্রতিনিধি জানান, (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

তিন শিক্ষিকা প্রতিনিধি ও প্রেসিডেণ্ট অনুপস্থিত কোরামের অভাবে সভা মুলতুবী

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ গত ২৪ জুলাই রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয়ের ম্যানেজিং কমিটির এক সভা ডাকা হয়। এই সভায় আলোচ্য সূচীতে ছিল ১) সহশিক্ষিকাদের প্রধানা শিক্ষিকার সঙ্গে অসহযোগিতা ও স্কুলের পরিবেশ নষ্ট হওয়া, ২) কয়েকজন শিক্ষিকার নিয়োগ অনুমোদন ও স্থায়ীকরণ, ৩) একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি প্রভৃতি। প্রধান আলোচ্য ছিল সভ্যদের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে স্কুলে সুস্থ পরিবেশ গড়ে তোলার সূত্র উদ্ভাবন। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল কোরামের অভাবে তা সম্ভব হলো না। তিন শিক্ষিকা প্রতিনিধি, এম সির প্রেসিডেন্ট, সরকারী নমিনী ও সহ-সভাপতি অনুপস্থিত থাকায় কোরাম হলো না ও সভা মুলতুবী রাখতে বাধ্য হতে হলো। সভায় (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

নিরাপত্তার অভাবে আরও একটি হাসপাতাল বন্ধের মুখে

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২০ জুলাই রাত ২টা নাগাদ সুতী ২নং ব্লকের নিমতিতা ষ্টেশনের লাগোয়া টি বি হাসপাতালে এক ডাকাতি হয়। ৫/৬ জন দুর্বৃত্ত হাসপাতালের প্যাথালজিষ্ট গৌতম মন্ডলের কোয়ার্টারে চড়াও হয়ে লোহার রড দিয়ে তাঁকে আহত করে এবং টাকা ও সোনার গহনা লুট করে নিয়ে পালায়। আহত গৌতমবাবুকে দফাহাট স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রাথমিক চিকিৎসার পর জঙ্গিপুর হাসপাতালে পাঠান (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বোমা বাঁধতে গিয়ে বিস্ফোরণে একজনের মৃত্যু

ফরাক্কা ঃ গত ২৩ জুলাই স্থানীয় এন টি পি সি প্ল্যান্ট লাগোয়া ট্রেন লাইনের ধারে চন্ডীপুর গ্রামে আশিস দাস নামে এক যুবক বোমা বাঁধার সময় বিস্ফোরণে মারা যায়। রেল লাইনের উপরই তার মৃতদেহ পড়েছিল। জানা যায় সুতী থানার কদমতলায় আশিসের বাড়ী। সে এন টি পি সিতে ঠিকাদারদের সাথে টুকটাক কাজ করতো এবং গোপনে সমাজবিরোধীদের বোমা বেঁধে সরবরাহ করত।

বনভূমির গাছ কেটে চাষের জমি করা হচ্ছে

সাগরদীঘি ঃ এই ব্লকের মনিগ্রাম পঞ্চায়েতের চাঁদপাড়া মৌজার বেশ কিছু জমি সরকারী বনভূমি সৃষ্টির কাজে লাগানো হয়। বহরমপুর ফরেষ্ট রেঞ্জ অফিসারের উদ্যোগে এখানে সরকার বন পত্তন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। বহু গাছ লাগান হয়। এমন কি এখানে বিভিন্ন গাছের চারা তৈরীর (শেষ পৃঃ দ্রঃ)

বাজার খুঁজে ভালো চায়ের নাগাল পাওয়া ভার,
দার্জিলিঙের চূড়ায় ওঠার সাধ্য আছে কার?
শুনুন মশাই, স্পষ্ট কথা বাক্য পারাবার
মনমাতানো দারুণ চায়ের ভাঁড়ার চা ভাণ্ডার।।
সবার প্রিয় চা ভাণ্ডার, সদরঘাট, রঘুনাথগঞ্জ।
ফোন ঃ আর জি জি ১৬

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১২ই শ্রাবণ বুধবার, ১৪০০ সাল।

রাজ্যে তাণ্ডবান্তে—দিল্লীতে ভোজ

গত ২১ জুলাই যুব কংগ্রেসের আহ্বানে কলিকাতায় মহাকরণ অবরোধের পরিপ্রেক্ষিতে যে কাণ্ড-কারখানা ঘটিয়া গেল, তাহাতে এই রাজ্যের সরকার ও পুলিশ প্রশাসনকে সমালোচনা নিন্দাবাদের সম্মুখীন হইতে হইয়াছে। পুলিশের গুলি চালনার ফলে ১২টি প্রাণ চলিয়া গেল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করিতে গুলি চালান হয়। বুধবারে পুলিশ যে গুলি চালায়, তাহার সম্বন্ধে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রী যে মত পোষণ করেন তাহা এই যে, যুব কংগ্রেস কর্মী এবং সমর্থকেরা আগে বোমা ও পাইপগান সহযোগে পুলিশকে আহত করে, তাই খবরে প্রকাশ পুলিশ প্রথমে লাঠি, ইহার পর একের পর এক কাঁদানে গ্যাস, শূন্যে গুলি প্রভৃতি কার্যকরী না হওয়ায়, বিক্ষোভকারীদের লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়া হত্যা করে। প্রশ্ন উঠিয়াছে, হাঙ্গামা কাহারা করে—যুব কং বিক্ষোভকারীরা, না মহাকরণ অভিযান ব্যর্থ করিয়া তাহার অন্যরূপ দিয়া আন্দোলনকে মসীলিপ্ত করিয়া জনমনকে অন্যদিকে পরিচালিত করিবার জন্য ভাড়া করা মাস্তানরা? আবার মজা এই যে কোনও কোনও জায়গায় হাঙ্গামাকারীদের ক্রিয়াকলাপে পুলিশ নীরব দর্শক ছিল। আরও জানা গিয়াছে যে, মেয়ো রোড-এসপ্লানেড অঞ্চলে কিছু সশস্ত্র পুলিশ যুগ্ম পুলিশ কমিশনার আর কে জহুরিকে গুলি চালাইবার আদেশ দিতে বাধ্য করে এবং তখনই বেপরোয়া গুলিবর্ষণ শুরু হয়। বিচার বিভাগীয় তদন্ত হইতে এই হাঙ্গামার প্রকৃত তথ্য পাওয়া যাইত বলিয়া অনেকে মনে করেন।

কিন্তু এই গুলিবর্ষণ কী ধরণের? এতগুলি মানুষকে হত্যার ব্যবস্থা বা 'অ্যাকশন'—ইহাতে নাকি পুলিশ কমিশনার খুব প্রশংসা করিয়াছেন তাঁহার বাহিনীর। অবশ্য এই খুশির ব্যাপারটা যেই সমালোচিত হইল তখন সুর বদলান হইয়াছে যে, খুশি হওয়া অন্য 'সেন্স'-এ নাকি প্রযুক্ত। আবার জনতা ছত্রভঙ্গ করিতে হাঁটুর নীচে গুলি করার নিয়ম। কিন্তু বুধবারের গুলি দেহের এমন স্থানে লক্ষ্য করিয়া ছোঁড়া হয়, যাহাতে হত্যারই উদ্দেশ্য সুস্পষ্ট। অবশ্য নাকি সাফাই গাওয়া হইয়াছে যে, মানুষকে হাঁটুর নীচে গুলি করিতে হইবে, এমন কথা পুলিশ কোডে লিখিত নাই। অথচ হাঁটুর নীচে গুলি করাটাই প্রথা জনতা ছত্রভঙ্গ করার ব্যাপারে।

আবার জনৈক প্রভাবশালী সংস্কৃতমনা মন্ত্রী বলিয়াছেন যে, পুলিশে গুলি ছোঁড়ার মনস্তাত্ত্বিক দিক একটা ছিল যাহা বুঝা দরকার। জনৈক পুলিশ অফিসারকে গুলি করার জন্যই নাকি এই ঘটনা। তবে কি উক্ত অফিসারের মাথায় বা বুক লক্ষ্য করিয়া গুলি ছোঁড়া হয়? আর সেইজন্যই নাকি বিক্ষোভকারীদের দেহের লক্ষ্যস্থল মাথা বা বুক? উক্ত পুলিশ অফিসার মারা যান নাই। কিন্তু ১২জন হতভাগ্যের জীবনদীপ চিরনির্বাপিত।

যুব কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, যিনি ইতিপূর্বে মাথায় আঘাতের দরুণ মৃত্যুর দ্বার হইতে ফিরিয়া আসিয়াছিলেন, আবার পরিকল্পিতভাবে মাথায় আঘাত পাইয়া এখনও চিকিৎসাধীনে। তিনি যে মারমুখী ছিলেন, ইহা তাঁহার অতি বড় শত্রুও বলিতে পারিবে না। তিনি বরাবরই আন্দোলন করিতেছেন একটি বিশিষ্ট গতি ও লক্ষ্য লইয়া। আর তাঁহার লাঞ্ছনা, নির্যাতন ও দৈহিক আঘাত-প্রাপ্তির সীমা নাই। রাজ্যের তথাকথিত কংগ্রেস (ই) নেতৃবৃন্দ অপেক্ষা তিনি জনমনে কতখানি সুপ্রতিষ্ঠিত, কী বিপুল স্বার্থত্যাগ করিয়া আত্মসুখ বিসর্জন দিয়া কাজ করিয়া চলিয়াছেন, তাহা সর্বস্তরের তাঁহার পক্ষের ও বিপক্ষের নেতৃবৃন্দের মনে আত্মগ্লানির সঞ্চার করিতে পারে। মুষ্টিমেয় নেতার সহযোগিতায় তিনি যে বিপুল শক্তির অধিকারিণী, তাহার প্রমাণ গত ২৫ নভেম্বরে ব্রিগেডের জনসভা, প্রমাণ মহাকরণ অভিযানে পুলিশী ক্রিয়াকলাপে প্রদেশ কংগ্রেস ও এ আই সি সি-র সোচ্চার প্রতিবাদ। কি কেন্দ্রীয়, কি প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যদি যুব কংগ্রেস নেত্রীর প্রতি সার্বিক সহযোগিতায় পূর্বাপর অকৃপণতা থাকিত, তবে এই রাজ্যের রাজনীতি ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হইত।

বুধবার কলিকাতায় মহাকরণ অবরোধকে কেন্দ্র করিয়া ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটিয়া গেল; এতগুলি তরতাজা প্রাণ এক হিংস্র মানসিকতার জন্য অকালে ঝরিয়া পড়িল, তাহারই সপক্ষে নানা সওয়াল চলিতেছে; বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবী নাকচ করা হইয়াছে; আমেদ প্যাটেল ও প্রণব মুখোপাধ্যায়ের এই রাজ্য সম্বন্ধে প্রতিবেদন যথাস্থানে পেশ করা হইয়া থাকিবে। প্রধানমন্ত্রী গত ২৩ জুলাই তাঁহার বাসভবনে রাজ্য মুখ্যমন্ত্রীকে নৈশ-ভোজে আপ্যায়িত করেন বলিয়া মুখ্যমন্ত্রীকে নয়াদিল্লী ছুটিতে হইয়াছে। ভোজন-বৈঠকে কী ছিল? বাদল অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে অনাস্থা, অপর দিকে যুব কংগ্রেস নেত্রীকে নিরস্ত করা—এই পারস্পরিক একান্ত বিষয় হয়ত এক পক্ষের অনুরোধ, অন্য পক্ষের দাবী। ইহাই বর্তমানের কেন্দ্রীয় ও রাজ্য-স্তরের রাজনীতি।

একটি যুগের অবসান

জঙ্গিপুর: গত ২৬ জুলাই স্থানীয় প্রাক্তন জমিদার ৺সুরেন্দ্রনারায়ণ সিংহের (সুরীবাবু) সহধর্মিণী চারুবালা দেবী ৯৬ বছর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে শহরের শতশত নাগরিক তাঁর মহাবীরতলা ভবনে উপস্থিত হন। তাঁর নৃত্যুতে একটি যুগের অবসান হল বলা চলে। মৃত্যু সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে।

গ্রামে গ্রামে চুরির হিড়িক

নিজস্ব সংবাদদাতা: গত কয়েকদিন ধরে মহকুমার গ্রামে গ্রামে চুরি বেড়ে চলেছে। মির্জাপুর গ্রামে এ সপ্তাহে ষষ্ঠীচরণ সাহা, বাবুল ইসলামের বাড়ীতে চুরি হয়। প্রায় প্রতিদিন রাতে কোন না কোন বাড়ীতে চুরি হচ্ছে। এ সব বন্ধ করতে গ্রামবাসীরা সেচ্ছাসেবী বাহিনী গড়ে তুলতে বাধ্য হয়েছেন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্র লেখকের নিজস্ব)

রঘুনাথগঞ্জ বালিকা বিদ্যালয় প্রসঙ্গে

আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার নেবেন। আমি আপনার জেলার অধিবাসী নই। বাঁকুড়া জেলার মহকুমা শহর বিষ্ণুপুরের (ঐতিহাসিক মল্লভূম) ডাক বিভাগে কাজ করি। আপনার পত্রিকাটির নিয়মিত পাঠক। ২৯শে আষাঢ় ১৪০০ সংখ্যায় আবদুর রাকিব মহাশয়ের 'একখানি খোলা চিঠি' পড়লাম। ভদ্রলোক এক রূঢ় বাস্তব চিত্র এতে প্রকাশ করেছেন। এই জ্বলন্ত সমস্যা শুধু রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের নয় প্রতিটি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজে এই সমস্যা বিদ্যমান। আমরা যদি একটু বিবেচক ও সহনশীল হতাম তাহলে অতি সহজেই এই সমস্যাকে এড়ানো সম্ভব হত।

আবদুর রাকিব মহাশয়কে আমার হাজার হাজার সালাম এবং সেই সঙ্গে রঘুনাথগঞ্জ গার্লস স্কুলের শ্রদ্ধেয়া প্রধান শিক্ষয়ত্রী ও সহশিক্ষরত্রীদের অনুরোধ, নিজেদের সমস্যা নিজেরাই মিটিয়ে নিয়ে এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করুন। আশা এবং বিশ্বাস এই চিঠি যখন আপনার হাতে পড়বে, তার আগেই নিজেদের জ্ঞান, বুদ্ধি এবং বিবেচনা দিয়ে শ্রদ্ধেয়া শিক্ষয়ত্রীগণ সমস্যার সমাধান করে নেবেন আর যদি তা না পারেন তবে ভবিষ্যৎ তাঁদেরকে ক্ষমা করবে না। নমস্কার নেবেন।

ভবদীয়—
কমলাঙ্গ মুখোপাধ্যায়
পোঃ বিষ্ণুপুর, জেলা বাঁকুড়া—৭২২১২২

গণ আন্দোলন ও পুলিশ

অনুপ ঘোষাল

২১ জুলাই পশ্চিমবাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে একটা কালো দিন হিসাবে চিহ্নিত থাকবে। বিধানসভা অভিযান, মহাকরণ অবরোধ, প্রতিবাদ-মিছিল, ঘেরাও বা ধরণা—রাজনীতির পীঠস্থান পশ্চিমবঙ্গে নতুন নয়। বামফ্রন্ট সরকারের আমলেও এ-সব হয়, কংগ্রেসের আমলে আরো বেশী হয়েছে। বাঙালির প্রতিবাদী চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যই বার-বার ক্ষমতাসীন দলের বিরুদ্ধে তীব্র গণ আন্দোলনে মদত জুগিয়েছে। এবং বহু বার এই সব আন্দোলনের মুখে পুলিশ সংযম হারিয়েছে, গুলি চালিয়েছে। দু'চারটি করে তাজা প্রাণ অকালে ঝরে গেছে কতবার।

এবারের ঘটনা কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে পুলিশি দক্ষতার (?) সব রেকর্ডকে ছাপিয়ে গেছে। কমিশনার সাহেবের গলায় আর একটি পুলিশ মেডেল ঝুলল বলে! এক ডজন মানুষকে এবার জীবন দিতে হল গুলিতে। হয়ত রাজ্য প্রশাসনের কাছে ব্যাপারটা কিছুই নয়, পুলিশের কাছে গুলি-গুলি খেলা। কিন্তু মাত্র কয়েক ঘণ্টায় কত মায়ের কোল শূন্য আর কত নারীর সিঁথি সাদা হয়ে গেল, কত পরিবার দাঁড়াল সর্বনাশের মুখোমুখি—সেটা কি যাঁরা সেদিন গুলি চালানোর হুকুম দিচ্ছিলেন, গুলি চালাচ্ছিলেন তাঁরা ভেবে দেখেছেন?

কিছুদিন আগে কাগজে পড়েছিলাম—অনুশীলনের সময় লক্ষ্যভেদ করতে পারেন মুষ্টিমেয় পুলিশকর্মী অথচ জনগণের ওপর গুলি চালাতে এমন অব্যর্থ ওঁরা হন কি করে? হয় মাথায় নয়তো বুকে গুলি লেগে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একের পর এক তরুণ। এঁরা কি চোর ডাকাত? ভুল হোক ঠিক হোক, একটা আদর্শের জন্যই তো এঁরা সেদিন ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলেন! বৃটিশ পুলিশের থেকে স্বাধীন রাষ্ট্রের পুলিশের তফাৎটা কোথায় থাকল? যতই প্ররোচনা থাকুক—গুলি তো মাথার ওপর দিয়ে করা যায়, তা না হলে কোমরের নিচে গুলি করলেও তো আন্দোলনকারী পড়ে যেতে বাধ্য। তা না করে সরাসরি অব্যর্থ লক্ষ্যে মাথায় বা বুকে বুলেট চালিয়ে কোন বাহাদুরি দেখাল পুলিশ? পুলিশ কমিশনার তাঁর বাহিনীর এই অমানবিক কাজের সাফাই গেয়ে বললেন, 'ওয়েল ডান্' (সূত্র : আনন্দ বাজার ২২/৭)। এ কি টেগার্ট সাহেবের প্রেতাত্মার কণ্ঠস্বর? কার পিঠ চাপড়ানির আশায় এই স্বজনহত্যা?

পরিশেষে মমতা ব্যানার্জীর মত রাজনীতিকদের উদ্দেশ্যে আমি বলব—এই যেখানে পরিস্থিতি সেখানে প্রকাশ্য আন্দোলনের নামে এমন ঝুঁকি নেয়া সঙ্গত কি? অতগুলি পরিবারে হাহাকার তোলার দায় কিন্তু অংশত আপনাদের ওপরও বর্তায়। পুলিশ যদি মারবার জন্যই থাকে তবে মরণের মুখে অতগুলো তাজা প্রাণ ঠেলে দেয়াটা কি রাজনৈতিক বিলাসের পর্যায়ে পড়ে না? আপনারা আবার ভেবে দেখুন--একটি প্রাণেরও দাম কেউ দিতে পারবেন না। বরং বর্তমানে এই যখন পরিস্থিতি তখন চটকদারি রাজনীতি করতে গিয়ে কতগুলো প্রাণ নিয়ে ছিনিমিনি না খেলে গ্রামে-গঞ্জে সংগঠন গড়ে তারপর শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সার্বিক মোকাবিলায় আসুন। তাতে বোধ হয় অনেক বেশী ঘাম ঝরাতে হয়, এবং সে কারণেই অনীহা?

সুতরাং এমন আন্দোলনও বোধ হয় থাকবে আর এমন গুলিও চলবে বারবার। এখনও আমার কেন জানি না বিশ্বাস—সব পুলিশ কর্মচারী এমন নৃশংস গণ নিধন মেনে নিতে পারেন না। তাঁরা বিবেকের যন্ত্রণায় ভোগেন। কিন্তু করারও কিছু নেই। পুলিশের সেই ট্র্যাডিশান চালিয়ে যেতেই হবে। কালকেও হুকুম এলেই আবার তাঁদেরই ভায়ের বুক ফুঁড়ে দিতে হবে। বিবেকবান পুলিশের এ-যন্ত্রণার বুঝি শেষ নেই।

বিবেকহীন হত্যা

মহাকরণ অভিযান। উন্মত্ত সমর্থকরা এগিয়ে গেলেন দলে দলে। পুলিশ চালাল গুলি। রক্ত ঝরলো রাজপথে। ঘটনাস্থলে ১১ জন লুটিয়ে পড়লো প্রাণহীন। ১ জন মারা পড়লো হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ কমিশনারের সদম্ভ উক্তি—ওয়েল ডান। এ উক্তির মধ্যে বেদনা নাই, আছে দম্ভ। এ কণ্ঠস্বর বিবেকহীন ক্রীতদাসের। যাঁরা হুকুমই তামিল করে কর্তাদের খুসী করতে। ভাবে না অন্য কিছু। ভাবে না যারা পথে পড়ে গেলো তারা তাদেরই ভাই, আত্মীয়। ভাবে না তাদের গুলি কেড়ে নিল মায়ের সন্তান, সন্তানের পিতা এবং স্ত্রীর স্বামীকে, কয়েকটি সংসারকে দুঃখের অতলে তলিয়ে দিয়ে। যদি এ মৃত্যু দু'দল আদর্শবাদীর লড়াই এ ঘটতো তাহলেও তার একটা অবদান থাকতো। কিন্তু এ মৃত্যু তাতো না। এ মৃত্যু এক দলের ক্রীতদাসের কর্তাকে খুসী করার জন্য ঘটানো। আজও চলেছে এই একই ট্রাডিশন যুগ থেকে যুগে। পরাধীন ভারতের বুকে বৃটিশরাজের গণহত্যা। কংগ্রেস আমলে ক্ষুধার্ত মানুষের বুকে গুলি করে মুখ বন্ধ করার চেষ্টা। আবার সর্বহারা দরদী মার্ক্সবাদীদের হাল আমলে চেয়ার রক্ষার তাগিদে বিরুদ্ধবাদীদের হত্যার চক্রান্ত। সব সময়ই হুকুম তামিল করার জন্য দেখা যায় ক্রীতদাস পুলিশবাহিনীকে। এরা বিবেক-বর্জিত যুগে যুগে। খুন করতে বললে খুসী হয়। চিন্তা না করে গুলি চালায়। এরা ভাবে আদেশ পালন করাই এদের ধর্ম। সে ভালই হোক আর মন্দ হোক। ধিক এই ক্রীতদাসদের। যারা বিবেকহীনভাবে নর-হত্যার আদেশ পালন করে তারা আর যাই হোক মানুষ নামের অযোগ্য।

ফিরে দাও সে অরণ্য

বিশেষ প্রতিবেদক : গত ১৪ থেকে ২০ জুলাই এদেশে অরণ্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন হল। নির্বিচারে অরণ্য বিনষ্ট করার যে কাজ বিগত কয়েক বছর ধরে চলে আসছে, তার কুফল বর্তমানে আমরা প্রত্যক্ষ করছি। অরণ্য নষ্ট হওয়ার ফলে আবহাওয়া ক্রমশঃ দূষিত হচ্ছে। বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের অভাব বাড়ছে।

অরণ্য সম্পদ আমাদের কত উপকার করে তা অনুভব করছি। বৃক্ষকুল বাতাস হ'তে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করে অক্সিজেন পরিত্যাগ করে। ফলে বায়ুমণ্ডলে জীবকুলের প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব ঘটে না। বৃক্ষের মূল মাটি ধরে রেখে ভূমির অবক্ষয় রোধ করে। বায়ুমণ্ডলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করে বৃষ্টিপাতে সাহায্য করে। মানুষ নিজ স্বার্থে গাছপালা ধ্বংস করে নিজেদেরই ক্ষতি করছে। বৃষ্টিপাত অনিয়মিত হয়েছে। ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পাওয়ায় প্রয়োজনীয় জমি কমে যাচ্ছে। অক্সিজেনের অভাবে জীবকুলের বিনষ্টের পথ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সেই মহা দুর্দিনের কথা চিন্তা করে বিজ্ঞানীরা বন সৃজনের ডাক দিয়েছেন। বৃক্ষ রোপণের ও বন সৃজনের প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে জীবকুলের জীবনরক্ষার জন্য অরণ্য সপ্তাহ পালন করছেন।

Advertisement

Qualified & experienced teacher coaching effectively Beng., Eng., & Math. (V—VIII), Beng. & Eng. (IX—X) and Commerce (XI—XII) at residence, seeks tuition. Contact. :

Pranabis Banerjee,
B. Com. (Hons.) B. A. (Eng.)
B. Ed.
Raghunathganj Indirapalli

নতুন ডিজাইনের কার্ডের জন্য
একমাত্র কার্ডের দোকান
কার্ডস্ কেয়ার
রঘুনাথগঞ্জ

জল পেতে অনেক দেরী

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বার্ষিক ঋণের সুদ গুণতে হচ্ছে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার। অর্থাৎ এই দীর্ঘ ১০ বছরে সুদ দিতে হয়েছে ২৩ লক্ষাধিক টাকা। ঋণের টাকার সমান সমান। পুরপিতা মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য বছর খানেক আগে এক সাংবাদিক সম্মেলনে '৯২ সালের মধ্যে উভয় পারে জল সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দেন। তখন তিনি আরও বলেন দু'পারে সম্ভব না হলে জঙ্গিপুর পারে দেবোই। সে প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হয়নি। যদি বহরমপুরের মত এ পুরসভা কংগ্রেসের হতো তবে হয়তো বলা চলতো রাজনৈতিক কারণে পরিকল্পনা শেষ হতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু তা ও নয় এই পুরবোর্ড শাসকদলের হাতে। গত ৬ জুলাই মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্যকে এ প্রশ্ন করলে তিনি বলেন—জঙ্গিপুর শহরে কাজ সম্পূর্ণ হলেও সরকারী এমবার্গোর জন্য শুরু করা যায়নি। তিনি যে প্রতিশ্রুতি এর আগে দেন তা মন্ত্রীর কথামত দিয়েছিলেন। তৎকালীন মন্ত্রী প্রবীর সেনগুপ্ত বহরমপুরে বিভাগীয় আমলাদের সঙ্গে পরামর্শ করেই এই প্রতিশ্রুতি আমাদের দেন। রঘুনাথগঞ্জে কাজ অসম্পূর্ণ রেখেই কনট্রাকটার হঠাৎ কাজ বন্ধ করে চলে যান। ফলে কাজ শেষ করা সম্ভব হয় না। পুরপতি বলেন—১৫ জুলাই রাজ্য পর্যায়ে আলোচনা সভা বসেছে। সেখানে নতুন করে প্ল্যান, প্রোগ্রাম ও বাজেট করে তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। ঠিক করা হয়েছে দু'পারেই গঙ্গা থেকে জল তুলে তা শোধন করে সরবরাহ করা হবে। রঘুনাথগঞ্জ শহরে জল লিফট করার জায়গার সমস্যা ছিল তা মিটে গেছে বলে মৃগাঙ্কবাবু জানান। তিনি আরও বলেন— তাঁরা আশা করছেন এবার খুব তাড়াতাড়ি 'এ' জোনে অর্থাৎ জঙ্গিপুর শহরে পানীয় জল সরবরাহ করতে পারবেন। তবে রঘুনাথগঞ্জ শহরের ব্যাপারে মৃগাঙ্কবাবু কোন আশা দিতে পারেননি। কেননা এখনও শহরের একটা বিরাট অংশে পাইপ বসানোর কাজ বাকী আছে।

দুই ব্যারেজকর্মী আহত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ঐ দিন স্কুল-কলেজ এবং সমস্ত অফিস যথারীতি বন্ধ থাকে। শহরে কোন অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি। জঙ্গিপুর পৌরসভা, মহকুমা শাসকের কার্যালয়, ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা অফিস, আদালত, টেলিফোন ইত্যাদি বন্ধ ছিল। আমাদের প্রতিনিধি বড় ডাকঘরের প্রধান ফটক খোলা দেখে অফিসের ভিতর গেলে ১০/১২ জন কর্মীর দেখা পান। তাঁদের কাছেই জানা যায় গেটে বন্ধ সমর্থকের কাছে বাধা না পেয়ে তারা যথারীতি অফিসে ঢোকেন। এদের মধ্যে পোষ্ট মাষ্টারও ছিলেন। বেলা এগারোটা নাগাদ কয়েকজন কংগ্রেস কর্মীকে ডাকঘরের সামনে অবরোধে দেখা যায়। তারাও স্বীকার করেন সকাল থেকে কোনও কর্মী এখানে না থাকতে পারায় কয়েকজন ডাককর্মী প্রবেশ করেছেন, তবে এর পর আর কেউ প্রবেশ করতে পারেননি বা ভিতরে কাজকর্ম হয়নি। ফেরী সার্ভিস চালু ছিল, রাজনৈতিক দলের কয়েকটি ক্ষুদ্র মিছিল চোখে পড়লেও বন্ধ বিরোধিতা করে বিপক্ষ দলের কোন মিছিল চোখে পড়েনি। এছাড়া ধুলিয়ান, অরঙ্গাবাদ, সাগরদীঘিসহ মহকুমার অন্যান্য স্থানে বন্ধ শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হয়।

প্রেসিডেন্ট অনুপস্থিত

(১ম পৃষ্ঠার পর)

উপস্থিত অন্যান্য সদস্যরা একাদশ শ্রেণীতে ছাত্রী ভর্তি বর্তমানে বিশেষ জরুরী বিবেচনায় তা শুরু করতে প্রধানা শিক্ষিকাকে দায়িত্ব দেন। আরও জানা যায় শিক্ষিকা ও প্রধানা শিক্ষিকাদের মধ্যে মতবিরোধ মিটিয়ে ফেলার ব্যাপারে ব্যবস্থা গ্রহণে দু'জন এম সি সদস্য জঙ্গিপুর মহকুমা শাসক এস সুরেশ কুমারকেও অনুরোধ করলে মহকুমা শাসক এ ব্যাপারে তাঁদের আশ্বাস দেন, তিনি অভিভাবকবৃন্দ, শিক্ষিকা ও প্রধানা শিক্ষিকার সঙ্গে যোগাযোগ করে বিরোধ মীমাংসার চেষ্টা করবেন।

আমবাগানে কিশোরের মৃতদেহ উদ্ধার

ধুলিয়ান : গত ৮ জুলাই সামসেরগঞ্জ থানার চাচণ্ডা গ্রামের জনৈক কিশোর আসরাফুল সেখ (১০) পাশের মাঠে ঘাস কাটতে গিয়ে আর বাড়ী যেরেনি। পরদিন সকালে গ্রামবাসীরা তাঁর পেট ফাঁসা মৃতদেহ একটি আমবাগানে উদ্ধার করে। পুলিশ তদন্তে এসে ঘটনাস্থলের প্রায় ২০০ গজ দূরে একটি ভুট্টা ক্ষেতে প্রচুর রক্ত দেখতে পায়। তদন্ত এখনও চলছে। হত্যার কারণ এখনও রহস্যাবৃত। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

সুতোর দাম বৃদ্ধিতে তাঁতিরা মার খাচ্ছে

ধুলিয়ান : সুতোর অস্বাভাবিক দাম বৃদ্ধির ফলে ফরাক্কা থানার দাদনটোলা, মহেশপুর, মুন্সিনগর, মহাদেবনগর, সামসেরগঞ্জ থানার কৃষ্ণপুর, ফুলন্দর, জয়কৃষ্ণপুর প্রভৃতি গ্রামের তাঁতশিল্পীরা প্রচণ্ড ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। সেই সুযোগে আবার মহাজনী শোষণও বেড়েছে। কিন্তু সব জেনে শুনেও রাজ্য কুটিরশিল্প দপ্তর এঁদের মুস্কিল আসানের কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

হাসপাতাল বন্ধের মুখে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

হয়। হাসপাতালের ইনচার্জ ডাঃ গৌতম ব্যানার্জী নিরাপত্তার অভাব বোধ করায় হাসপাতাল বন্ধ করে কলকাতার প্রধান কার্য্যালয়ের দ্বারস্থ হয়েছেন। কর্মীরাও নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। স্থানীয় প্রশাসন ঘটনাটি খতিয়ে দেখছেন। উল্লেখ্য, গত দু'বছর পূর্বে এই ব্লকের মহেশাইল স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ডাক্তার অমল সর্দার খুন হওয়ার পর সেই স্বাস্থ্য কেন্দ্রটি আজও বন্ধ হয়ে আছে। টি বি হাসপাতালটিরও সেই অবস্থা হবে বলে গ্রামবাসীরা আশংকা করছেন।

চাষের জমি করা হচ্ছে

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নার্সারী করা হয়। গাছগুলি বড় হয়ে নিবিড় বন তৈরী হয়। আইনানুযায়ী মড়া গাছ কেটে বন দপ্তর বিক্রিও করেন। জানা যায় বন প্রকল্পে ১৯৮১ সালে ভারত সরকার এন আর ই পি স্কীমে মূল্যবান গাছ লাগানোর প্রকল্প চালু করেন এই জমিতে। কিন্তু কিছুদিন পর ধীরে ধীরে এখানকার তদারকী কমে আসে ও গাছ কাটা শুরু হয়। ডিউটিরত গার্ডদের বক্তব্য ঐ গাছ কাটা চলতে থাকে দলের আসকারায়। জনৈক গার্ড সম্বন্ধে অভিযোগ মেয়েদের গাছ কাটার সুযোগ দিয়ে সে নাকি তাদের সঙ্গে গোপন আচরণে লিপ্ত হত। এখন এখানে গাছ শেষ। লোকে এই জমিতে প্রকাশ্যেই চাষ আবাদ শুরু করছে। ফরেষ্ট বিভাগ থেকে কোন বাধা দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ উঠেছে।

'ব্যাঙ্কিং বা নন-ব্যাঙ্কিং কোনটাই নয়'

★ ভাবছেন কি? টি ভি, ভিসিপি খারাপ?
কনট্রাক্ট করুন।
★ টাকার দরকার? ★ সোনার গহনা
★ আসবাবপত্র
★ যাতায়াতের সুবিধার্থে
সাইকেল / মোটর সাইকেল
★ টি ভি—ভি, সি, পি,
নাকি
ঠাণ্ডার জন্য ফ্রিজ
★ সব সমস্যার সমাধানে ★

কপোতাক্ষ ফাইন্যান্স

গভঃ রেজিঃ নং ২১-৫৬০৮৩

ঃ হেড অফিস ঃ
রঘুনাথগঞ্জ ফুলতলা (মুর্শিদাবাদ)

রঘুনাথগঞ্জ (পিন—৭৪২২২৫) দাদাঠাকুর প্রেস এণ্ড পাবলিকেশন হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।